দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 8 .. 1999 ... ...
পৃঃ ৭ কলাম ৭

৪০

বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা

৫ হাজার গ্রামে প্রাইমারী স্কুল নেই ॥ ৫ লাখ শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

রংপুর, জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ৫৮টি থানার প্রায় ৫ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে ৫ হাজার গ্রামের প্রায় ৫ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও এ দু'টি বৃহত্তর জেলার অধিকাংশ গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রাম বাংলার নিভৃত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ ত্বরান্বিত না হওয়ায় সরকারী লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বৃহত্তর রংপুরের ৫টি জেলার ৩৫টি থানার ৫ হাজার ৫৬টি গ্রামের মধ্যে ২ হাজার ৩শ' ৫টি গ্রামে এখন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এতে বৃহত্তর রংপুরের ৫টি জেলার সাড়ে ৩ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সূত্র মতে, রংপুর জেলার ৮টি থানার ১ হাজার ৫শ' ৫টি গ্রামের মধ্যে ৬শ' গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এতে করে ১ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গাইবান্ধা জেলার ৭টি থানার ১ হাজার ২শ' ৩০টি গ্রামের মধ্যে ২শ' ৪৭টি গ্রামে বিদ্যালয় না থাকায় ৯০ হাজার শিশু লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত। নীলফামারীর ৬টি থানার ৮শ' ২৫টি গ্রামের ৪৫ হাজার শিশু একইভাবে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানার ১ হাজার ২৭টি গ্রামের ৭০ হাজার শিশু, একইভাবে লালমনিরহাট জেলার ৫টি থানার ৪শ' ৬৯টি গ্রামে বিদ্যালয় না থাকায় ৪২ হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। পরদিকে দিনাজপুর অঞ্চলের ৩টি জেলার ২৩টি থানার ৩ হাজার ৬শ'র বেশি গ্রামের মধ্যে দেড় হাজারের অধিক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকার প্রায় দেড় লাখ শিশু বঞ্চিত শিক্ষার আলো থেকে। এর মধ্যে দিনাজপুর জেলার ১৩টি থানার ২ হাজার ১শ' ৬৪টি গ্রামের মধ্যে ১ হাজার ৩১টি গ্রামে বিদ্যালয় নেই। এছাড়া ঠাকুরগাঁওয়ের ৫টি থানার ৬শ' ৩৩টি গ্রামের মধ্যে ৮৫টি গ্রামে, পঞ্চগড়ের ৫টি থানার ৮শ' ২৫টি গ্রামের মধ্যে ৪শ' ২১টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে এসব থানার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু-কিশোর লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও বৃহত্তর দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলের ৮টি জেলার অনেক গ্রামে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা এনজিও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবুও এ অঞ্চলের নিভৃত এলাকার বৃহত্তম অংশ শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।